যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২৭৭

১/ বিবিধ

আরবী

إذا وقف العباد للحساب، جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما، فازدحموا على باب الجنة، فقيل: من هؤلاء؟ قال: الشهداء كانوا أحياء مرزوقين، ثم نادى مناد: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة، ثم نادى الثانية: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس، ثم نادى الثالثة: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة.
فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب
ضعيف

أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (354) وابن أبي عاصم في " الجهاد " (ق 91/2) والطبراني في " الأوسط " (2192) وأبو نعيم في " الحلية " (6/187) من طريق الفضل بن يسار عن غالب القطان عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، وقال أبو نعيم: " حديث غريب من حديث الحسن تفرد به الفضل بن غالب
قلت: وفي ترجمة الفضل أورده العقيلي وقال: " ولا يتابع من وجه يثبت
وقال أيضا: " هذا يروى بغير هذا الإسناد من وجه أصلح من هذا
قلت: ويشير بذلك إلى قضية العافين عن الناس، ولم أقف على الإسناد الذي يشير إليه، وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في " الأهو ال " (83/1) من الوجه الأول
والحديث أورده المنذري في " الترغيب " (3/210) بهذا السياق عن أنس وقال

رواه الطبراني بإسناد حسن
كذا قال، وهو سهو منه أوتساهل، فإنه عند الطبراني من الطريق السابق وقد عرفت ضعفه، فقد قال الهيثمي في " المجمع " (5/295)
" رواه الطبراني في " الأوسط ".. وفي إسناده الفضل بن يسار، قال العقيلي لا يتابع على حديثه

বাংলা

১২৭৭। বান্দাকে যখন হিসেবের জন্য দাঁড় করানো হবে তখন এক সম্প্রদায় আসবে যাদের তরবারীগুলো তাদের কাঁধের উপর রাখা থাকবে যেগুলো রক্ত ঝরাতে থাকবে। তারা জান্নাতের দরজার সামনে ভিড় করবে। বলা হবে ওরা কারা? উত্তর দানকারী বলবেঃ ওরা শহীদ, তারা রিয্কপ্রাপ্ত অবস্থায় জীবিত ছিল। অতঃপর এক আহবানকারী আহবান করবেঃ সে ব্যক্তি যেন উঠে দাঁড়ায় যার সাওয়াব আল্লাহর উপরে অতঃপর যেন জান্নাতে প্রবেশ করে। অতঃপর দ্বিতীয় আহবান আসবে - সে ব্যক্তি যেন উঠে দাঁড়ায় যার সাওয়াব আল্লাহর উপরে অতঃপর যেন জান্নাতে প্রবেশ করে। এরপর বলবেঃ কার সাওয়াব আল্লাহর উপর ন্যস্ত? তিনি উত্তরে বলবেনঃ যারা লোকদেরকে ক্ষমাকারী। অতঃপর তৃতীয় আহবান আসবে সে ব্যক্তি যেন উঠে দাঁড়ায় যার সাওয়াব আল্লাহর উপরে, অতঃপর যেন জান্নাতে প্রবেশ করে। (দেখা যাবে) এরূপ এরূপ হাজার লোক দাঁড়িয়ে গেছে, অতঃপর তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ওকায়লী "আযযুয়াফা" গ্রন্থে ((৩৫৪), ইবনু আবী আসেম “আল-জিহাদ” গ্রন্থে (কাফ ২/৯১), ত্বারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (২১৯২), আবু নুয়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৬/১৮৭) ফাযল ইবনু ইয়াসার সূত্রে গালেব কাত্তান হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ...। আবু নুয়াইম বলেনঃ এ হাদীসটি হাসানের হাদীস হতে গারীব হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এটিকে ফাযল এককভাবে গালেব হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ফাযল এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ওকায়লী বলেনঃ কোনভাবেই তার অনুসরণ করা হয়নি। তিনি আরো বলেছেনঃ এ হাদীসটি অন্য সনদে এর চেয়ে ভাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি যে সনদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন সে সনদটি সম্পর্কে আমি অবগত হইনি।

হাদীসটিকে মুনযেরী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (৩/২১০) আনাস (রাঃ) হতে এভাবেই বর্ণনা করে বলেছেনঃ ত্বারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাসান সনদে।

এরূপ মন্তব্য তার থেকে ভুল অথবা শিথিলতা প্রদর্শন। কারণ ইমাম ত্বারানীর নিকট পূর্বের সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে এবং সেটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে আপনারা অবগত হয়েছেন।

হাদীসটিকে হায়সামী "আল-মাজমা" গ্রন্থে (৫/২৯৫) উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীসটিকে ত্বারানী “আল-আওসাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর সনদে ফাযল ইবনু ইয়াসার নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে ওকায়লী বলেনঃ তার হাদীসের মুতাবায়াত করা যায় না।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72156

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন